60

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 26 APR 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং বর্তমান হালচাল

সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতা-মূলক ঘোষণা করেছেন এবং ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করবেন। কিন্তু শুধু মুখে বললেই তো হবে না, বাস্তবে তার কতটুকু হচ্ছে? প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে গত সেপ্টেম্বর '৯৫-এ একটি তালিকা চাওয়া হয়, যাতে উল্লেখ ছিল কোন্ ক্লাসে কতজন ছাত্র আছে অর্থাৎ পরোক্ষভাবে বলা হয়েছিল কত সেট বই দরকার। সেই মোতাবেক তারা তালিকা তৈরি করে দেন। কিন্তু নভেম্বর '৯৫-এর দিকে বলা হয়, সরকারের টাকার অভাব। এবারেও সব বই নতুন দেয়া যাবে না। ১ম হতে ৩য় শ্রেণীর প্রতি ছাত্রের ৩টি বইয়ের মধ্যে ২টা পুরাতন এবং ১টা নতুন দেয়া হবে এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ৫টির মধ্যে ৪টি পুরনো এবং ২টি নতুন বই দেয়া হবে। শিক্ষকরা আবার তালিকা তৈরি করে দেন। ডিসেম্বরের শেষ বা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বই দিয়ে দেয়ার কথা; কিন্তু অজ্ঞাত কারণে দেয়া হয়নি। ফেব্রুয়ারি '৯৬-এর শেষদিকে আবার হুকুম আসে যে, পঞ্চম শ্রেণীর বই বদল হয়েছে। সুতরাং সেটা সম্পূর্ণই নতুন দেয়া হবে; তবে চতুর্থ শ্রেণীর কোন নতুন বই দেয়া হবে না। সম্পূর্ণই পুরনো বই দেয়া হবে। এতে যদি কোন স্কুলের পূর্বের ছাত্রসংখ্যা থেকে এবার বেশি হয় তাহলে তার ব্যবস্থা পরে করা হবে। সম্ভবত ২৭-২-৯৬ তাং ছুটিশেষে স্কুল পুনরায় চালু হয়। পরের দিন বই বিতরণ। আমার সৌভাগ্য এরকম একটি বই বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম। অধ্যয়নরত কতিপয় ছোট, এমনকি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়া বড় বড় ছাত্র-ছাত্রীর কান্নাকাটি দেখে মনে হয়েছে এই বই যদি মুক্তবাজারে কিনতে পাওয়া যেত তাহলে তাদের বাবা-মা কষ্ট করে হলেও তাদের নতুন বই কিনে দিত। কেউ বলে তার বই ছেঁড়া, তারটার চেয়ে ওরটা ভাল, অনেক লেখা, সেলাই ছেঁড়া, ইত্যাদি অভিযোগ শুনতে হল শিক্ষক ও অভিভাবকদের। সত্যিই ব্যাপারটি ভেবে দেখার মত। অংক বইতে এমন কিছু ছবি, ফাঁকা ঘর আছে যা ঐ বইটি একজন ছাত্র ছাড়া ২য় কোন ছাত্র পড়তে পারবে না। যেমন ১টি ফুল (ছবি)+২টি ফুল (ছবি) তারপর সমান চিহ্ন দিয়ে ফাঁকা ঘর আছে। অর্থাৎ ছাত্ররা ঐ ঘরে ৩ লিখবে যোগ করে। এখন প্রশ্ন হল ব্যবহৃত ঐ বইটি দ্বিতীয় ছাত্র কিভাবে ব্যবহার করবে? আর করলেও আসল শিক্ষা পাবে কি? এমনকি বইয়ের এক পাতায় ছাত্রের নাম লেখার সুযোগ পায়না; বরং ঐ লেখা নাম দেখে কান্নাকাটি শুরু করে। তাছাড়া বছরের তিনটি পরীক্ষার মধ্যে ১টি হয় ৩-৪ মাসের মধ্যেই। যেখানে ছাত্রদের কেবল বই পেতেই তিন মাস সময় লাগছে, সেখানে ছাত্ররা ১ম সাময়িক পরীক্ষা কি করে এবং কিভাবে দেবে? এর নামই কি বাধ্যতামূলক? এটা বাধ্যতামূলক শিক্ষিত করার চেষ্টা, নাকি বাধ্যতামূলক অশিক্ষিত রাখার চেষ্টা? যদি সরকার অতই গরিব হয়ে থাকেন, তাহলে এসবের কি দরকার ছিল? মুক্তবাজারে বইয়ের ছাড় দেয়া হোক। যার সাধ্য আছে কিনে বাচ্চাদের পড়াশুনা করাবে, যার নেই সে করাবে না। তবুও যে ক'জন হোক শিখবে কিছু; শিক্ষিতের হার বাড়া বা কমা যাই হোক কিছু একটা হবে। কিন্তু তা বাধ্যতামূলক তো আর হবে না। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভেবে দেখবেন কি? শিক্ষা আমাদের মৌলিক অধিকার।

দুলাল প্রামাণিক
৪৪০/ডি,ফজলুল হক হল,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ-২২০২।